’৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের ৫০ বছর : আসাদ ও মতিয়ুরসহ শহিদদের স্মরণ

২০ জানুয়ারি শহিদ আসাদের স্মৃতিস্তম্ভে বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন নেতৃবৃন্দ

২০ জানুয়ারি ছিলো ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের বীর শহিদ আসাদের শহিদী আত্মদানের ৫০ বছর পূর্তি এবং ২৪ জানুয়ারি ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ৫০ বছর পূর্তি। এই দিন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, ‘শহিদ আসাদ দিবস ও ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের ৫০ বছর পালন জাতীয় কমিটি’ ও অপরাপর বাম দলগুলোর উদ্যেগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সন্নিকটে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। এবং ২৪ জানুয়ারি ঢাকার বক্সিবাজারে নবকুমার ইনস্টিটিউটে স্থাপিত শহিদ মতিয়ুরের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি সড়ক দ্বীপে সোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে ‘শহীদ আসাদ দিবস ও ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের ৫০ বছর পালন জাতীয় কমিটি’র উদ্যোগে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি’র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাতীয় গণফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক কমরেড টিপু বিশ্বাস, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়জুল হাকিম লালা, বাসদ (মার্কসবাদী)’র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, শহিদ আসাদের বড় ভাই প্রকৌশলী রশিদুজ্জামান, গরিবমুক্তি আন্দোলনের নেতা শামসুজ্জামান মিলন। সভাপরিচালনা করেন ইউসিএলবি’র কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ’৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটা সৃষ্টি হয়েছিলো একটা অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। এর ভিত্তি ছিলো ধর্মীয় আবেগ; বিবেচনায় নেয়া হয়নি ইতিহাস-ঐতিহ্য, দুই ভূখণ্ডের দূরত্ব, ভাষা-সংস্কৃতি, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সমাজকাঠামো, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভ্যাস, মানুষের মনন কাঠামো।

হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিষ্টানের জন্য আলাদা কোন দেশ হতে পারে না। পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন ধর্মীয় রাষ্ট্রের উদাহরণ নেই। এই রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর শাসকরা বুঝলো, এটা টিকবে না। তাই পাকিস্তানের সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনেই জিন্নাহ বলেছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রটা চলবে ‘ন্যয়, পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে; একটা দিন আসবে যেদিন হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তানের নাগরিক।’ কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলো না, আমার ভাষার অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্য প্রথমে আঘাত হানলো। এর পর এলো যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন, গণতন্ত্রের বদলে সামরিক শাসন, কাগমারী সম্মেলন, তার পর শিক্ষানীতির লড়াই, ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন। এর ধারাবাহিকতায় গণ অভ্যুত্থান। গণ অভ্যুত্থান গড়ে উঠার আগে অসংখ্য ছোটবড় ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ক্লাসে ক্লাসে ব্লাকবোর্ড কালো রং করার আন্দোলন করেছে, ছাত্রী হলের ভাঙা টয়লেটের দরজা মেরামত করার আন্দোলন করতে হয়েছে। এই ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গণ আকাঙ্ক্ষা জন্মদিয়েছে গণচেতনা, গণচেতনা থেকে গণআন্দোলনগুলো আবার পটভূমি তৈরি করেছিলো গণঅভ্যুত্থানের। মানুষ দেখেছে অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলো কেমন করে এক দেশের দুই অংশের মধ্যে বিশাল ব্যবধান তৈরি করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে ১ হাজার ৪১৪টা কারখানা ছিলো তার মধ্যে ৩১৪টা ছিলো পূর্ব বাংলায়। মানুষ আশা করেছিলো এদেশে কারখানা বাড়বে কিন্তু ৬৭-৬৮ সালে দেখা গেলো চিনি উৎপাদনে পূর্ব বাংলার

তুলনায় পাকিস্তানে ১৫ গুণ বেশি। ৪৭ সালে ৭৫৮ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে পূর্ব বাংলা উৎপাদন করতো পাকিস্তানের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ ৫০৮ কোটি গজ আর পাকিস্তানে ২৫০ কোটি গজ; পরে পাকিস্তানের উৎপাদন পূর্ব বাংলার ১৩০ গুণ বেশি বেড়ে গেলো। ১৯৫০-৫৫ সালের বাজেটে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্কলিত ব্যয় যেখানে ছিলো ১ হাজার ১২৯ কোটি রুপি সেখানে পূর্ব বাংলার ব্যয় ৫২৪ কোটি রুপি মাত্র। বৈদেশিক সাহায্যের ২০ ভাগ পূর্ব বাংলায় আর ৮০ ভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে; সরকারি চাকরির অনুপাত ছিলো ১০:৯০। বঞ্চনা, বৈষম্য, শোষণ ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধেই গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক আন্দোলন। আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করেছে ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-সাধারণ মানুষকে। তাই ভাষার দাবিতে লড়াইয়ে ছাত্রদের সাথে জীবন দিয়েছে শ্রমিক; শিক্ষার দাবিতে ছাত্রদের সাথে জীবন দিয়েছে শ্রমিক। ৬ দফা দাবির প্রথম শহিদ হলেন তেজগাঁ'র শ্রমিক মনু মিয়া; কৃষক আন্দোলন ছাত্রদের আন্দোলন একাকার হয়ে গেছে। কৃষকের হাট হরতাল করে পর দিন আসাদ ঢাকায় এসেছেন ছাত্রদের ধর্মঘট করতে। ফলে শ্রমিকের আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলন, ছাত্রদের আন্দোলন একাকার হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলো বামপন্থিরা, কৃষক আন্দোলনে বামপন্থিরা, শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থিরা কিন্তু রাজনৈতিক দলের দুর্বলতায় রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গেলো আওয়ামী লীগের হাতে। এই কারণে স্বাধীনতা এলো কিন্তু সবার দাবি উপেক্ষিত হয়ে গেলো। পাকিস্তানিদের যে অগণতান্ত্রিক শ্রম আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা লড়াই করলো সে ধারা স্বাধীন বাংলাদেশেও রয়ে গেলো। স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করেছিলো এখন ৩৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন আছে, বাকিগুলোতে নাই। বামপন্থিদের দুর্বলতা এবং বিভক্তির কারণে গণআকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার আন্দোলনকে পুঁজিকরে বার বার পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় এসেছে। আমরা যদি এই গণআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারার আধার তৈরি করা ছাড়া বিকল্প নাই। কাজটা আপাতদৃষ্টে কঠিন কিন্তু বামপন্থিদের এই কঠিন কাজটা করতে হবে। ফলে সমস্ত আন্দোলন যেমন বামপন্থিরা করবে তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের আধারটাও বামপন্থিদের করতে হবে—সেটাই হবে আসাদের চেতনা ধারণ করা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আজ তিনি নাই কিন্তু তাঁর শিক্ষা আছে। বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলো এই আন্দোলনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বামপন্থি দলগুলোর ভুলের কারণে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে পারেনি বলেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ও বিজয় বুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর তাই দেখতে হচ্ছে ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসক ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা পুনরায় দখল করেছে। এদের শাসনে—দুর্নীতি এবং দমনপীড়ন বহুগুণে বেড়েছে, তা দেখে এদের প্রতি মানুষের প্রবল ঘৃণা; কিন্তু মানুষ অসহায়, তেৃত্ববিহীন। এখন প্রয়োজন '৬৯-এর ন্যায় গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলা। মনে রাখতে হবে সেদিন যে ভুলের কারণে বামপন্থিরা জনগণের সংগ্রামের ফসল ঘরে তুলতে পারলো না সে ধরনের ভুল যাতে না হয়। '৬৯-এ বামপন্থিরা দাবি করেছিলো ভোটের আগে ভাত চাই; যেটা সঠিক ছিলো না। আজ বামপন্থিদের দাবি করতে হবে ভাতও চাই ভোটও চাই। '৭১-এর লড়াইয়ে জনগণ জিতেছে কিন্তু তার ফল ছিনতাই হয়েছে, তাই আমাদের সে লড়াই শেষ হয়নি; এবার চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে—এই লড়াইয়ের বিজয় আমরা ছিনতাই হতে দিবো না। এটাই হচ্ছে আসাদের চেতনার শিক্ষা, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের শিক্ষা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৫০ বছর আগে আমরা যে স্লোগান দিয়েছিলাম আজও আমাদের সেই স্লোগান দিতে হচ্ছে। স্বৈরাচার ধ্বংস হোক বললে ধ্বংস হবে না, ধ্বংস করতে হবে। যেহেতু একই দাবি এখনও করতে হচ্ছে তার মানে '৬৯-এর প্রাসঙ্গিকতা, গণ অভ্যুত্থানের প্রাসঙ্গিকতা এখনও শেষ হয় নাই। গণ অভ্যুত্থান ওপর থেকে হয় নাই বা বিদ্যুতের সুইচের মতো অন করে দিলো বলে গণঅভ্যুত্থান হয় নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লড়াই করে, নির্যাতন সয়ে, জীবন দিয়ে গণ অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি করতে হয়েছে। গণ অভ্যুত্থান হয়েছে ১১ দফার ভিত্তিতে। ১১ দফায় শ্রমিক, কৃষক-ছাত্রসহ শ্রেণিপেশার দাবি ছিলে। তাই এখনও আমাদের স্থানীয় ছোট ছোট অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন আর জাতীয় পর্যায়ের বৃহত্তর আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ গণ অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণ না করার জন্য বর্তমান সরকারকে ধিক্কার জনিয়ে বলেন, ওই অভ্যুত্থান থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো। শাসকশ্রেণি জনগণকে ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায়, ইতিহাসের শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিতে চায়, ভুলিয়ে দিতে চায় সেই সকল শহিদদের যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এই সরকার শোষক লুটেরাদের প্রতিনিধি। তাই গত ৪৮ বছরে ধনিদের সংখ্যা বেড়েছে, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার এমনকি ভোট দেয়ার অধিকার কমেছে। লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও দুঃশাসন হাত ধরাধরি করে চলছে। তাই আমরা শহিদ আসাদের আত্মাদান এবং গণঅভ্যুত্থানের ৫০ বছর পালন করার জন্য যারা একত্রিত হয়েছি তাদের এই ঐক্যকে আরও অগ্রসর করে নিতে হবে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ভাত-কাপড়ের সংগ্রাম সফল করতে।